জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।৵০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতি বার ।০ আনা, ১৲ এক টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা

নগদ মূল্য ⁄০ এক আনা।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক

জল গম্বুজের নিকট

পোঃ বহরমপুর ঃ মুর্শিদাবাদ

জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা

★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।

★ যথা সত্বর কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।

★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।

★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।

জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৪৩শ বর্ষ } রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—১০ই আশ্বিন বুধবার ১৩৬৩ ইংরাজী 26th Sept. 1956 { ২০শ সংখ্যা

সাহসিকতার জন্য কলিকাতা পুলিশ কনেষ্টবল পুরস্কৃত

রাষ্ট্রপতি কলিকাতার পুলিশ কনেষ্টবল শ্রীচিত্তরঞ্জন মুখার্জীকে সাহসিকতার জন্য পুলিশ মেডেল প্রদান করিয়াছেন। ১০ই সেপ্টেম্বরে প্রকাশিত গেজেট অব ইণ্ডিয়াতে এই পুরস্কার ঘোষণা করা হইয়াছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, ১৯৫৫ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে সকাল বেলায় খিদিরপুর ডকে পাহারা দিবার সময় কনেষ্টবল মুখার্জী একটি মাল গুদাম হইতে ৪ জন লোককে ৫টি চায়ের ব্যাগসহ বাহির হইয়া আসিতে দেখে। সে সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের চ্যালেঞ্জ করে। একজন দুর্বৃত্ত দৌড়াইয়া তাহার নিকট আসিয়া ঘুষ দিবার প্রস্তাব করে। ইত্যবসরে অপর তিন ব্যক্তি মাল লইয়া পলাইয়া যাইতে সমর্থ হয়। কনেষ্টবল মুখার্জী এই লোকটিকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য জড়াইয়া ধরে এবং সঙ্গে সঙ্গে ছুরিকাহত হয়। পরে পর পর দুইবার ছুরিকাহত হওয়ায় সে লোকটিকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হয়। কনেষ্টবল মুখার্জীর চীৎকার শুনিয়া পোর্ট কমিশনের একজন কর্ম্মচারী, নাম এ, চৌধুরী, সাহায্য দানের জন্য দৌড়াইয়া সেখানে উপস্থিত হয়। কিন্তু দুর্বৃত্তটি তাহারও বুকে ছোড়া বসাইয়া দেয়। ফলে শ্রীচৌধুরী অজ্ঞান হইয়া পড়ে। কিছুকাল পরে তিনি মারা যান। বহুকাল চিকিৎসার পরে কনেষ্টবল মুখার্জী সুস্থ হইয়া উঠিয়াছেন।

—প্রেস ইন্‌ফরমেশন্ ব্যুরো

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১০ই আশ্বিন বুধবার সন ১৩৬৩ সাল।

চাচা অলো (হ'লো) কি!

—•—

কোন্ স্মরণাতীত কালে পূর্ব্ববঙ্গবাসী মাঝিগণ একখানি ৫০০/০ পাঁচশো মণী নৌকায় মহাজনের মাল বোঝাই করিয়া পদ্মা নদীর মধ্য দিয়া উজানে লইয়া যাইতেছিল। হঠাৎ প্রচণ্ড ঝড় উঠিয়া মাঝ পদ্মায় নৌকাখানি ডুবিয়া গেল। বর্ষাকাল তাতে প্রচণ্ড দুর্য্যোগে নৌকাডুবি হওয়ায় নৌকার দুই জন মাত্র কাণ্ডারী নৌকার দুইটি দাঁড়ের ভাসমান কাষ্ঠাংশের সাহায্যে রাত-দিন সাঁতার দিয়া কুলে উঠিয়া প্রাণ বাঁচাইতে সক্ষম হইয়াছিল। এই দুই জনের একজন একটু সাব্যস্ত হইয়া অপরকে সবিস্ময়ে আপসোস্ করিয়া বলিয়াছিল—

চাচা! পাস্‌শোমুণী নাও ডুবলো তা—ভাবতেছি না, মাহাজনের অতো টাহার মাল গেল, তা ভাবতেছি না, নিজের আপস্ পর জাত বেরাদার দশ জনা মাঝ দরিয়ায় হাঁপর ফাঁপর খাইয়া বে-কায়দায় জান খাওয়াইলে, সেডাও মালুম কর্‌তেছি না, খালি জানডার মদ্দি আন্দো বান্দো খাইছি, আর কতেছি **"চাচা অলো কি!"** এই বাক্যটি এখনও বাংলার পূর্ব্বাঞ্চলে বিস্ময়-জড়িত কোন ঘটনা হইলেই প্রবাদ বাক্যের মত ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

আমাদেরও বর্ত্তমানে বিস্ময়াভিভূত হইয়া "চাচা অলো কি!" বলিবার মত দুদ্দিন সমাগত হইয়া অসম্ভব অসম্ভব অকাণ্ড কুকাণ্ড ঘটিতে আরম্ভ করিয়াছে। গত সপ্তাহে ঘটনার বিবরণ সংক্ষেপে দিয়াছি। তবুও বলি—মার্কিন মুলুকে লেখক ও প্রকাশক মিঃ টমাসের "দি রিলিজিয়াস্ লিডার্স" (ধর্ম্মীয় নেতা) নামক পুস্তকে ইশ্লাম ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক হজরত মহম্মদ সম্পর্কে নিন্দাসূচক কি ছাপান হইয়াছে। সেই পুস্তকই আবার বোম্বাই সহরের 'বিদ্যাভবন' নামক প্রতিষ্ঠান হইতে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। বিদ্যাভবনের সেক্রেটারী উত্তর প্রদেশের রাজ্যপাল শ্রীকে. এম. মুন্সী। কে. এম. মুন্সী হিন্দু। হিন্দুর ধর্ম্মগ্রন্থ "গীতা।" হজরত মহম্মদের প্রবর্ত্তিত ইশ্লাম ধর্ম্ম কেবল মাত্র ভারতবর্ষেই নাই। আরব, পারস্য, তুরস্ক, তাতার আফগানিস্থান প্রভৃতি এশিয়ায় ও মিশর প্রভৃতি বহু দেশবাসী সমস্তই মুসলমান। এই পুস্তক প্রকাশের জন্য সে সমস্ত দেশে এই পুস্তক সম্বন্ধে কোন আন্দোলন ও ধর্ম্মোন্মত্ততার সংবাদ পাওয়া যায় নাই। এই পুস্তক প্রকাশের জন্য শ্রীমুন্সী ও ভারতের প্রধান মন্ত্রী স্বয়ং জহরলালজী অনবধানতার জন্য ত্রুটি স্বীকার করিয়াছেন। পুস্তকের বিক্রয় বন্ধ করিয়াছেন।

আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যার্থী তরুণ মোশ্লেমগণের ধর্ম্মোন্মাদনা সকলকে অবাক করিয়াছে। তাঁহারা রাজ্যপাল মুন্সীজীর কুশ পুত্তলিকা ও গীতার উপর পাদুকা প্রহার করিতে করিতে শোভাযাত্রা পরিচালনা করিয়াছেন। এই সংবাদ সারা পৃথিবীতে প্রচারিত হইয়াছে। ইহার প্রতিবাদ কেহ করে নাই। বড় মজার কথা—লোক সভায় এই ব্যাপারে প্রশ্ন হইলে, শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আবুল কালাম আজাদ সাহেবের সহকারী শিক্ষামন্ত্রী শ্রীমালী সমস্ত ঘটনা অস্বীকার করিতে একটুও লজ্জাবোধ করেন নাই। আমাদের মনে হয় শিক্ষামন্ত্রী মুসলমান শাস্ত্র বিশারদ মিথ্যা কথা বলিতে পারিবেন না বলিয়া এ ব্যাপারে মৌনভাব অবলম্বন করিয়া শ্রীমালীকে দিয়া এ কার্য্য করাইয়া স্বয়ং সাচ্চা থাকিয়াছেন। আমরা প্রাচীন সংস্কৃত শ্লোকের অনুকরণে বলি—

ভদ্রং কৃতং কৃতং মৌনং
মৌলানা মুশ্‌কিলাগমে।
ঝুটাবাৎ যত্র বক্তব্যং
তত্র মৌনং হি শোভনং॥

ভারতের শিক্ষামন্ত্রী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীগণের ধর্ম্মোন্মাদনায় কর্ত্তব্যই করিয়াছেন। তবে "পাকিস্তান জিন্দাবাদ" আর "হিন্দুস্তান মুর্দ্দাবাদ" এর শেষেরটি বরদাস্ত করায় তাঁহার নিমকহালালি ঠিক বজায় আছে কিনা তাহা বিবেচনা করিবার বিষয়। তাঁহার পক্ষে বলার কথা আছে—এটা ত হিন্দুস্তান নয় এর নাম "ভারত ইউনিয়ন"। ছাত্রগণ মস্ত ভুল করিয়াছে। শিক্ষাবিভাগের নিয়মানুসারে পাশের নম্বর কাটা যাইতে পারে। ভুল হইলে গলা কাটার নিয়ম নাই। তবে পাকিস্তানের মৌলানা ভাসানীর সঙ্গে আমাদের ভারতের শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আজাদের তুলনা করিয়া কাহাকে বেশী সম্মানিত করিব আমাদের তাহাই ভাবনার কথা।

আমাদের "কমিউন্যাল ফোবিয়া-"গ্রস্ত প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহেরু, শ্রীমুন্সীজীর সঙ্গে ত্রুটি স্বীকার করিয়াও ভারতে কুশপুত্তলিকা দাহে দগ্ধ না হইলেও করাচীতে তাঁহার কুশপুত্তলিকা দাহ করিয়া ধর্ম্মের মান রাখিয়াছে।

ভারতের প্রধান মন্ত্রী মহাশয় এমন ভাগ্য লইয়া জন্মিয়াছেন যে নিশ্চিন্তে **"শুয়ে যে"** বিশ্রাম করিবেন তাহার উপায় নাই। **"সুয়েজে"** খালের ব্যাপারে সৌদী আরবে যাত্রা করিতে হইয়াছে। যাইবার প্রাক্কালে করাচীতে তাঁহার নিজের কুশপুত্তলিকা দাহের সুসংবাদ (?) পাইয়া ২৩শে সেপ্টেম্বর মন্তব্য করিয়াছেন—"কুশপুত্তলিকা-দাহ আমার স্বাস্থ্যহানি করে নাই। আমি পূর্ব্বের ন্যায় সুস্থ আছি। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, যাহারা এই বিক্ষোভ প্রদর্শনে যোগ দিয়াছিল, তাহারা অবশেষে লজ্জা বোধ করিবে। তথায় (করাচীতে) এই ঘটনায় কেহ অসুখী হইয়া থাকিলে উহা নিশ্চয়ই শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত দল। কারণ এইরূপ বিক্ষোভ প্রদর্শন দ্বারা পাকিস্থানের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হইতে বাধ্য।"

আমাদের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহরু তাঁহার নামের আগে 'পণ্ডিত" শব্দ পরিহার করিলে কি হইবে? পাণ্ডিত্য তাঁহাকে পরিহার করে নাই। তিনি ব্রাহ্মণত্ব উপেক্ষা করেন তাই বলিয়া, ব্রাহ্মণত্ব তাঁহাকে উপেক্ষা করে নাই মনে হয়। তিনি ব্রাহ্মণও বটেন পণ্ডিতও বটেন। এক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের গল্প শুনুন—

এক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের গৃহে কয়েকটি চোর ঢুকিয়া ঘরের যাবতীয় জিনিসপত্র বহিয়া লইয়া যাইতেছে। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের তাহাদের বাধা দিবার শক্তি সামর্থ্য নাই। তিনি সর্ব্ববিদ্যা-বিশারদ, কাজেই তুরন্ত এক উপায় উদ্ভাবন করিলেন। চোরেরা বাড়ীর মধ্যে থাকিতে থাকিতে তিনি একখানি চণ্ডী ও একখানি গীতা এই দুইখানি পুঁথি লইয়া বাড়ীর বাহিরে গেলেন। সকলেই জানেন পুঁথির পাতা এক এক-

খানি খোলা যায়। তিনি বাড়ীর চারিদিকে এই পুঁথির পাতাগুলি ছড়াইয়া দিলেন। মনে মনে বলিতে লাগিলেন—এই ভগবদ্গীতা ও শ্রীশ্রীমার্কণ্ডেয় চণ্ডীর পাতা পদ-দলিত করিলে কাহারও নিস্তার নাই। পরদিন সকলের শরীরে গলিত কুষ্ঠ, নিদান পক্ষে ধবল কুষ্ঠও দেখা দিবেই। তখন এক এক ক'রে দেখবো, আর ধ'রে ধ'রে রাজদ্বারে শাস্তির ব্যবস্থা করবো। আমরা পণ্ডিত নেহরুকে স্মরণ করাইয়া দিই—পাণ্ডিত্য আর ব্রাহ্মণত্ব সাবান দিয়াও উঠাইতে পারেন নাই।"

কলিকাতার পুলিশ বেলেঘাটার এক পুরাতন মস্‌জিদে ৭০।৮০ মণ মদ চোলাই করা যায় এমন এক চোরা চোলাই কারখানা আবিষ্কার করিয়া দুই একজনকে গ্রেপ্তারও করিয়াছেন। একে মদ তাতে মস্‌জিদ। ভারতের শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা সাহেবকে দিয়া এর শরিয়তী বিচার করাইলে ঠিক হয়। শুনি এক চুমুক না এক ফোটা মদ জিহ্বায় স্পর্শ করাইলে, তার ৮০ ঘা বেতের ব্যবস্থা আছে।

পদ্মায় ডুবো নৌকার মাঝিদের মত হতভম্ব হইয়া বলিতে ইচ্ছা করছে—আমরা স্বাধীন হইলাম ঠিক তবে

চাচা অলো কি!

বাদলে সাধিল বাদ

গত সোমবার হইতে পবন ও বরুণ দেবের করুণ দৃষ্টি (?) এই প্লাবন-পীড়িত দেশের উপর পতিত হইয়াছে। মহকুমার ধুলিয়ান অঞ্চলে প্লাবনে অনেকেরই বাসগৃহ ডুবিয়া গিয়া কেহ বা রেল লাইনের উপর কেহ বা উচ্চ অনাবৃত ফাঁকা স্থানে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছেন। কচি কাঁচা লইয়া এইভাবে অতি কষ্টে দিন যাপন করিতে করিতে হঠাৎ এই ঝড় বৃষ্টিতে তাঁহাদের ভাঙ্গা কপাল যেন আরও ভাঙিবার পথ ফরসা করিয়া দিয়াছে। বহু দিনের পাকা বাড়ী, যাহা একদিন অট্টালিকা বলিয়া কথিত হইত, অবস্থা বিপর্য্যয়ে তাহা ভাঙিয়া পড়িয়াছে। শোনা যাইতেছে সোনাটিকরির উদ্বাস্তু ধীবরগণ পদ্মা নদীতে ইলিশ ধরিবার জন্য গিয়াছিলেন, তাঁহাদের নৌকা ঝটিকার প্রকোপে জলমগ্ন হইয়া ১০।১১ জন ডুবিয়া গিয়াছেন। মাত্র ২।৩ জন উঠিয়াছেন। বাকী সকলের খোঁজ পাওয়া যায় নাই।

লোকসহায়ক সেনা শিবির

—০—

সরকার কর্ত্তৃক লালবাগ মহকুমার অন্তর্গত নবাব-বাহাদুর বিদ্যাভবনে (Institution) আগামী ১লা অক্টোবর হইতে ৩০শে অক্টোবর পর্য্যন্ত এক মাসের জন্য একটি "লোক-সহায়ক-সেনা-শিবির" কেন্দ্র স্থাপনের আয়োজন করা হইয়াছে। ভারতীয় নাগরিকগণের মধ্যে শৃঙ্খলা ও দায়িত্ববোধ এবং জনগণের মনে স্বাধীন ভারতের নিরাপত্তাবোধ জাগাইবার জন্যই উক্ত সামরিক শিক্ষা শিবিরের আয়োজন। যোগ্য ব্যক্তিগণকে উক্ত সামরিক-শিক্ষা-শিবিরে যোগদান করিতে অনুরোধ জানান হইতেছে।

১। ১৮ হইতে ৪০ বৎসর বয়স্ক প্রত্যেক ভারতীয় সমর্থ পুরুষই (যুদ্ধ ফেরত বা পূর্ব্ব-শিক্ষা-প্রাপ্ত ব্যক্তি বাদে) উক্ত সেনা-শিবিরে যোগদান করিতে পারিবেন।

২। শিবিরে অংশ গ্রহণকারী শিক্ষার্থীকে পূর্ণ ত্রিশ দিনের শিবির-শিক্ষা গ্রহণ করিতেই হইবে।

৩। শিবিরে থাকাকালীন শিক্ষার্থীগণ বিনা-মূল্যে খাদ্যদ্রব্যাদি এবং তাঁবুতে থাকিবার স্থান পাইবেন।

৪। আগামী ২৮শে, ২৯শে ও ৩০শে সেপ্টেম্বর প্রত্যহ সকাল বেলা ৮ ঘটিকা হইতে বৈকাল বেলা ৫ ঘটিকা পর্য্যন্ত লালবাগের নবাব-বাহাদুর বিদ্যা-ভবনের (Institution) খেলার মাঠে উক্ত শিবিরের জন্য শিক্ষার্থী গ্রহণ করা হইবে।

৫। ১লা অক্টোবর হইতে ৩০শে অক্টোবর (১৯৫৬) পর্য্যন্ত প্রকৃত শিবির শিক্ষা হইবে।

৬। শিক্ষার্থীগণ নিজের জন্য স্বল্পাকার বিছানা এবং প্রসাধন সামগ্রী (toilet) সঙ্গে আনিবেন।

৭। শিবিরে শিক্ষার্থীগণকে প্রয়োজনীয় পোষাক-পরিচ্ছদাদি দেওয়া হইবে এবং শিক্ষা শেষে ঐগুলি ফেরত লওয়া হইবে।

৮। শিক্ষা শেষ হইলে প্রত্যেক শিক্ষার্থী পকেট খরচা বাবদ ১৫৲ (পনর টাকা) এবং একটি সার্টিফিকেট পাইবেন।

(জঙ্গিপুর মহকুমা প্রচার অফিস হইতে)

বিজ্ঞপ্তি

(১) বহরমপুর পাটিকাবাড়ি রুটে (বেলডাঙ্গা ও আমতলা হইয়া) এবং (২) বহরমপুর জিয়াগঞ্জ রুটে বাস চালাইবার স্থায়ী পারমিটের জন্য দরখাস্তকারী-দের একটি তালিকা বিস্তৃত বিবরণসহ মুর্শিদাবাদ আঞ্চলিক পরিবহন কর্ত্তৃপক্ষের এবং এই জেলার প্রান্তীয় মহকুমা অফিসগুলির নোটিশ বোর্ডে টাঙ্গাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এই সম্বন্ধে কোন বক্তব্য থাকিলে তাহা এই নোটিশ প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট দাখিল করিতে হইবে। ষ্টেজ ক্যারেজ ও প্রাইভেট কেরিয়ারস্ পারমিট নূতন করিয়া নিবার এবং পাবলিক কেরিয়ার পারমিট পাইবার জন্য দরখাস্তকারীদের এক তালিকা মুর্শিদাবাদ আঞ্চলিক পরিবহন কর্ত্তৃ-পক্ষের এবং এই জেলার প্রান্তীয় মহকুমা অফিস-গুলির নোটিশ বোর্ডে দেখা যাইতে পারে। এই সম্পর্কে কোন বক্তব্য থাকিলে তাহা এই নোটিশ প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট দাখিল করিতে হইবে। পি, রায়চৌধুরী, সেক্রেটারী আর, টি, এ, মুর্শিদাবাদ।

বিজ্ঞপ্তি

পশ্চিমবঙ্গ সরকার রিজিওন্যাল ট্রান্সপোর্ট অথরিটির সেক্রেটারীর কার্য্যালয়, মুর্শিদাবাদ নিম্ন-লিখিত রুট সমূহে যাত্রীবাহী গাড়ী চালাইবার স্থায়ী রুট পারমিটের জন্য নির্দ্দিষ্ট ফর্ম্মে (কার্য্যালয়ে প্রাপ্তব্য) দরখাস্তসমূহ আহ্বান করা যাইতেছে। নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট দরখাস্তসমূহ প্রেরণের শেষ তারিখ ২৯শে অক্টোবর, ১৯৫৬। রুটের নাম ও পারমিটের সংখ্যা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১। গোড্ডা—ধুলিয়ান রুট (পাকুড় হইয়া)…দুই
২। হিরণপুর—ধুলিয়ান রুট (পাকুড় হইয়া)…এক
৩। ধুলিয়ান—নিমতিতা রুট…দুই।

পি, রায়চৌধুরী, সেক্রেটারী,
আর, টি, এ, মুর্শিদাবাদ।

বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

চা-সংসদে

রকমারী সুগন্ধি দার্জ্জিলিং চা এবং আসাম ও ডুয়ার্সের ভাল চা ন্যায্য মূল্যে পাবেন। আপনাদের সহানুভূতি ও শুভেচ্ছা কামনা করি।

চা-সংসদ রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

সি. কে. সেনের আর একটি

অনবদ্য সৃষ্টি

পুষ্পগন্ধে সুরভিত

ক্যাস্টর অয়েল

বিকশিত কুসুমের স্নিগ্ধ
গন্ধসারে সুবাসিত এই
পরিস্রুত ক্যাস্টর
অয়েল কেশের
সৌন্দর্য্য বর্ধনে
অনুপম।

সি. কে. সেন অ্যাণ্ড কোং লিঃ

জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা ১২

দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

টেলিগ্রাম : "আর্ট ইউনিয়ন" টেলিফোন : বড়বাজার ৪১৪

প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের
যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং
বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি
ও
ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়,
কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটী, ব্যাঙ্কের
যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি
সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে প্রস্তুত ও ডেলিভারী হয়

আমেরিকায় আবিষ্কৃত

ইলেকট্রিক সলিউসন

— দ্বারা —

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়ঃ—

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ১৷৷০ টাকা ও মাশুলাদি ১৶০ এক টাকা তিন আনা।

সোল এজেণ্ট :—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা

ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

অরবিন্দ এণ্ড কোং

মহাবীরতলা পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ

ঘড়ি, টর্চ, ফাউণ্টেন পেন, চশমা, সেলাই মেসিনের পার্টস্
এখানে নূতন কিনিতে পাইবেন।
এখানে সকল প্রকার সেলাই মেসিন, ফটো ক্যামেরা, ঘড়ি, টর্চ,
টাইপ রাইটার, গ্রামোফোন ও যাবতীয় মেসিনারী সুলভে সুন্দররূপে
মেরামত করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত